কলকাতা হাই কোর্ট

মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আই. পি. মুখার্জি ,   মহঃ নিজামউদ্দিন

মেসার্স এস বি আই ডাব্‌ল্যু স্টিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

বনাম

স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেল)

এফএমএটি-৩১৩/২০২০, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০২.১২.২০২২

(A) চুক্তি আইন (9/1872), ধারা 74- লিকুইডেটেড ক্ষতির আরোপ-চুক্তি লঙ্ঘন-ক্ষতির প্রমাণ-বাণিজ্যিক আদালত সালিসী রায় বাতিল করে এবং জরিমানা আরোপ বহাল রাখে-ক্ষতির প্রমাণের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, লিকুইডেটেড ক্ষতির দাবি করা যায় না।- সালিসকারীর অনুসন্ধান যে উত্তরদাতা কোনও ক্ষতি প্রমাণ করতে অক্ষম ছিল তা একটি সত্য এবং প্রতিবাদী দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন না করার থেকে নেওয়া একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান ছিল - লিকুইডেটেড ক্ষতির আরোপ, যথাযথ নয়-বাণিজ্যিক আদালতের আদেশ বাতিল করে দেওয়া লিকুইডেটেড ক্ষতিপূরণ আরোপের ক্ষেত্রে এ্যাওয়ার্ড, (লিকুইডেটেড ক্ষতিপূরণ আরোপের ক্ষেত্রে সালিসকারীর রায়, পুনরুদ্ধার করা হয়।) এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৪০৫-অনুসরণএ , এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি 1405-অনুসরণ এ, এ. আই. আর ২০১৫ এস. সি (সাপ) ৭৮০ - এ. আই. আর ২০১৫ এস. সি ১২৮২-অনুসরণ করা হয়েছে

(অনুচ্ছেদ ৩২,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮)

(B) আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট (২৬/১৯৯৬), ধারা ৩৪-ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট (৬৩/১৯৮৬), ধারা ১৪-সালিসী রায়কে বাদ দিয়ে-বিআইএস লাইসেন্স ছাড়াই টিএমটি বার সরবরাহ-চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, বিআইএস লাইসেন্সের দখল চুক্তির একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়।- এমনকি ১৯৮৬ সালের আইনের ধারা ১৪ - এর অধীনেও, বি. আই. এস পরিদর্শন শংসাপত্র এবং এর উপর একটি চিহ্ন ছাড়া টি. এম. টি বারগুলি বিক্রি করা যেত না-সালিসকারী সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছিলেন এবং চুক্তি ও আইনের শর্তাবলীর অপব্যবহার করেছিলেন-দাবিদারদের জন্য এই এ্যাওয়ার্ডের অংশটি প্রয়োজনীয় বলে মনে না করেপ্রশ্নে উল্লেখ করা সময়কাল এবং যুক্তিসঙ্গত নয় এমন উত্তরদাতার জোরের মধ্যে বি. আই. এস লাইসেন্স রাখা, যা স্পষ্টভাবে অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা যথাযথভাবে বাতিল করা হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ ১৭,১৮,১৯,২০,৩৭,৩৮)

(C) আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট (২৬/১৯৯৬) ধারা ৩৪ - সালিসী এ্যাওয়ার্ড বাদ দেওয়া-সুযোগ-যদি কোনও রায়ে সত্যের কোনও অনুমান এতটাই গুরুতর ভুল, অন্যায্য বা অযৌক্তিক হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও

সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না, তবে এটি স্পষ্টতই অবৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং আদালত এটিকে বাতিল করে - যে ক্ষেত্রে ভারতীয় আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তার মৌলিক ভিত্তিকে অবজ্ঞা করা হয়েছে বা দেশের আইনশাস্ত্রকে উপেক্ষা করা হয়েছে, সেখানে রায়গুলি জননীতি বিরোধী এবং বাতিল করার যোগ্য বলে বলা যেতে পারে।

(অনুচ্ছেদ ১৪,১৫,১৬)

উল্লেখিত মামলাঃ **কালানুক্রমিক প্যারাগুলি**

এয়ার অনলাইন ২০২২ এসসি ১১২	পারা নং। (১৬)
এআইআর ২০২২ এসসি ৫৪৬:এয়ার অনলাইন ২০২১ এসসি ৭০৮	পারা নং। (১৬)
এআইআর ২০২১ এসসি ৪৬৬১:এয়ার অনলাইন ২০২১ এসসি ৩৮৪	পারা নং। (১৬)
এ. আই. আর ২০২০ এস. সি (সাপ) ৯৬১: এয়ার অনলাইন ২০২০ এসসি ৯০৮	পারা নং (১৬)
এআইআর ২০২১ এসসি ৫৭৫৮: এয়ার অনলাইন ২০২১ এসসি ১০২৫	পারা নং। (১৬)
এয়ার অনলাইন ২০১৯ এসসি ৫০৪১: এয়ার অনলাইন ২০১৯ এসসি ৩২৯	পারা নং ১ (১৬)
এআইআর ২০১৯ এসসি ১১৬৮:২০১৯ (৩) এবিআর ১৭ (এসসি)	পারা নং (১৬)
এয়ার অনলাইন ২০১৯ সিএএল ৪০৩	পারা নং (১৬)
এ. আই. আর ২০১৫ এস. সি (সাপ) ৭৮০:	
২০১৫ এ. আই. আরএস. সি. ডব্লিউ ৭৫৯ (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং। (২৪,২৯)
এআইআর ২০১৫ এসসি ১২৮২:	
2015 এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ ১২৪২ (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং (৩০)
এ. আই. আর ২০১৫ এস. সি ৬২০:2014 এয়ার এস সি ডব্লিউ ৬৮৬১	পারা নং (১৬)
এয়ার অনলাইন ২০০৩ এসসি ২৬২৯:	
২০০৩ এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ ৩০৪১ (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং (২৪,৩০)
এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৪০৫ (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং। (২৮)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষেঃ সুরজিৎ নাথ মিত্র, সিনিয়র অ্যাড. , নোয়েল ব্যানার্জি, দীপক দে, দীপঞ্জন দে,; **প্রতিবাদী পক্ষেঃ** এস. এন. মুখার্জি, মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনেরল., চয়ন গুপ্ত, প্রসুন মুখার্জি, দীপক আগরওয়াল।

---

1. **আই. পি. মুখার্জি, বিচারপতি:-** টিএমটি বারগুলি বিলেট থেকে তৈরি করা হয়।এই বিলেটগুলিকে একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর (প্রতিবাদী) ৮,১০,১২,২০,২৫ এবং ৩২ মিমি ব্যাসের টিএমটি বারের প্রয়োজন ছিল।

2. তারা ২০১১ সালের ১৬ই জুন প্রতিবাদীর সাথে একটি চুক্তি করে যার মাধ্যমে দুর্গাপুরের আশেপাশের এলাকার জন্য উত্তরদাতার "ওয়েট লিজিং এজেন্ট" হয়ে ওঠে।আবেদনকারীকে ২০শে জুন, ২০১১ থেকে ২০শে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তিন বছরের জন্য প্রতিবাদী সরবরাহ করা বিলেট থেকে উপরোক্ত নির্দিষ্টকরণের টিএমটি বার তৈরি করতে হবে। বিলেটের ওজনের ৯০% টিএমটি বারে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল।প্রতি মাসে ন্যূনতম ৯৬৮৪ মেট্রিক টন উৎপাদন ও সরবরাহ হওয়ার কথা ছিল।চুক্তিতে একটি লিকুইডেটেড ক্ষতির ধারা ছিল যার অধীনে আপিলকারী সরবরাহের ঘাটতির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।চুক্তিতে দেখানো একটি গণনার মাধ্যমে এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

3. ২০১০ সালের অক্টোবর বা তার কাছাকাছি সময়ে যখন প্রতিবাদী এই ধরনের সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল, তখন একটি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল যে নিলামকারী ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ডস দ্বারা একটি বৈধ "বিআইএস" শংসাপত্র/লাইসেন্স থাকতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্যটির প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পরে বিআইএস শংসাপত্র থাকতে হবে।আবেদনকারীর এই লাইসেন্স ছিল এবং তাকে চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল।কিন্তু ২০১২ সালের ১৭ই মে তাদের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

4. যাইহোক, তারা সরবরাহ অব্যাহত রাখে এবং প্রতিবাদী ১৭ ই মে, ২০১২ থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত বি. আই. এস লাইসেন্স ছাড়াই বিলগুলি গ্রহণ করতে থাকে।১২. ২০১২ সালের ২৮শে জুলাই থেকে তারা বিলেট সরবরাহ করতে অস্বীকার করে।আবেদনকারী অনেক বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন।২৫শে মে, ২০১২ ,২৭ শে এ জুন, ২০১২ ,৯ ই জুলাই, ২০১২ এবং ১৬ ই জুলাই, ২০১২ তারিখের প্রতিবাদীর চিঠি এবং ২৭ শে জুন, ২০১২ তারিখের বিক্রয় আদেশে ৩০ শে জুন, ২০১২ তারিখে উত্থাপিত চালান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রতিবাদী ১৭ ই মে, ২০১২ তারিখে প্রতিবাদীর লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু তারপরেও তাঁদের দ্বারা সরবরাহ করা জিনিস গ্রহণ করতে থাকেন।সরবরাহের এই স্থগিতাদেশ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

5. সরবরাহ বন্ধের এই সময়ের জন্য, প্রতিবাদী চুক্তিতে লিকুইডেটেড ক্ষতির ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দ্বারা করা গণনার ভিত্তিতে লিকুইডেটেড ক্ষতিপূরণ আরোপ করেছিলেন, যাকে তিনি Rs.১,৪৬,৪২,২৭১/- এর জরিমানা বলে অভিহিত করেছিলেন।

6. যদিও পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সমঝোতার কার্যক্রমে কিছু প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, তবে এটি ব্যর্থ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত, প্রতিবাদীর দ্বারা আপিল কারির বকেয়া বিলগুলি থেকে উপরোক্ত পরিমাণটি বাদ দেওয়া হয়েছিল।

7. পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে একটি সালিশ ধারা ছিল।এই বিরোধটি পক্ষগুলির মধ্যে সালিশ রেফারেন্সের বিষয় হয়ে ওঠে।একজন শিক্ষিত সালিসকারী নিয়োগ করা হয়েছিল যিনি রেফারেন্সের মধ্যে প্রবেশ করে এবং একক ইস্যুর উপর রায় দেয় যে জরিমানা আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত কিনা।

8. ২৫শে মে, ২০১৭ তারিখের তাঁর এ্যাওয়ার্ড অনুসারে, তিনি বলেন যে জরিমানা আরোপ করা অন্যায্য এবং প্রতিবাদী ছাড়ের তারিখ থেকে পুনরুদ্ধার পর্যন্ত বার্ষিক সুদ @৮% সহ Rs.১, ৪৬,৪২,২৭১/- এর উক্ত পরিমাণের অধিকারী।আবেদনকারীর করা অন্যান্য দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

9. এই রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিবাদী আসানসোলের বাণিজ্যিক আদালতের মাননীয় বিচারকের কাছে সালিশ ও সমঝো তা আইন, ১৯৯৬-এর ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন।ধারা ৩৪-এর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল।১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে মাননীয় বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট, ১৯৮৬ এর অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, বিআইএস লাইসেন্স ছাড়া টিএমটি বার সরবরাহ অবৈধ।তাঁর কথায়, এই এ্যাওয়ার্ড টি ছিল অন্যায্য, "অযৌক্তিক যা আদালতের বিবেককে আঘাত করে"। তিনি রায় দিয়েছিলেন যে এই এ্যাওয়ার্ড টি স্পষ্টতই অবৈধ। চুক্তির মধ্যে থাকা ধারাগুলি যা, লিকুইডেটেড ক্ষতিপূরণের জন্য জরিমানা হিসাবে বর্ণিত আছে, তা উপেক্ষা করার জন্য এই এ্যাওয়ার্ড টির সমালোচনা করা হয়েছিল।প্রতিবাদী কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বহাল রাখা হয়।

10. এখন, মাননীয় বাণিজ্যিক আদালতের এই রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের সামনে আপিল করা হয়েছে।

11. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সুরজিৎ নাথ মিত্র নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি করেছেনঃ_

1) ২০১২ সালের ১৭ই মে বি. আই. এস লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, ২০১২ সালের ২৫শে মে থেকে, প্রতিবাদী সময়ে সময়ে তার মক্কেলকে একটি পুনর্নবীকরণকৃত বি. আই. এস লাইসেন্স জমা দেওয়ার জন্য চিঠি লেখেন।চুক্তি বাতিলের কোনও আশঙ্কা ছিল না।

2) পেপার বুকের ১৩৩ থেকে ১৩৪ পৃষ্ঠায় ৩০শে জুন, ২০২১ তারিখের বিক্রয় চালানটির একটি নমুনা দেখায় যে বি. আই. এস লাইসেন্স ছাড়াই আবেদনকারী সরবরাহ করেছিলেন এবং প্রতিবাদী তা গ্রহণ করেছিলেন।

3) আবেদনকারী লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে টেন্ডারে অংশ নেওয়ার জন্য বিআইএস লাইসেন্স থাকার যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছিলেন।প্রতিবাদী কোনও আপত্তি ও প্রতিবাদ ছাড়াই সরবরাহ গ্রহণ করেছিলেন এবং এইভাবে বিআইএস চিহ্ন/লাইসেন্স/শংসাপত্র ছাড়াই টিএমটি বার সরবরাহ প্রত্যাখ্যান করার যে কোনও অধিকার তাদের ছিল তা ছাড় দেওয়া করেছিলেন।এই রায়ের বিষয়গুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যেন আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ এর ধারা ৩৪ এর অধীনে মাননীয় আদালত একটি আপিলের শুনানি করছে।

4) বিতর্কিত রায়ে বিদ্বান বিচারক প্রমাণ পুনর্বিবেচনার চেষ্টা করেছিলেন।

5) বি. আই. এস-এর লাইসেন্স ছাড়া টি. এম. টি বার তৈরি করা বেআইনি ছিল, এটি প্রতিবাদীর মামলা নয়।

6) মাননীয় বিচারপতির এই সিদ্ধান্ত যে, আবেদনকারীর জন্য বি. আই. এস-এর লাইসেন্স থাকা অপরিহার্য ছিল, তা বিচারকের মতামতের পরিবর্তে বিজ্ঞ সালিসকারীর মতামতের প্রতিস্থাপন ছিল।

7) এ্যাওয়ার্ড টি বৈধ ছিল এবং বিদ্বান বিচারক এ্যাওয়ার্ড টি বাতিল করার ক্ষেত্রে

ভুল করেছিলেন।

12. মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী এস এন মুখার্জী প্রতিবাদীর পক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেনঃ_

1) চুক্তি সম্পাদনের জন্য বি. আই. এস-এর লাইসেন্স থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল।

2) লাইসেন্সটি আবেদনকারীদের পণ্যের একটি নির্দিষ্ট গুণমান মেনে চলা নিশ্চিত করে।চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস দ্বারা আবেদনকারীদের পণ্যগুলির শংসাপত্রের পাশাপাশি পণ্যগুলি সেই মানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে বলে চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল।ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট, 1986-এর অধীনে এটি একটি প্রয়োজনীয়তা ছিল যে টিএমটি বারগুলি এই ধরনের লাইসেন্সের অধীনে তৈরি করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় শংসাপত্র এবং চিহ্নিতকরণ ছিল কারণ এটি উক্ত আইনের ধারা 14-এর অধীনে একটি তফসিলি শিল্প ছিল যা তার প্রথম তফসিলের সাথে পড়ে।

3) বিজ্ঞ সালিসকারীর এই সিদ্ধান্ত যে বি. আই. এস-এর লাইসেন্স শুধুমাত্র চুক্তি প্রাপ্তির সময়ই প্রয়োজন ছিল কিন্তু অন্যথায় নয়, তা একেবারেই বিকৃত এবং আইনের পরিপন্থী।তাই এই এ্যাওয়ার্ড টি বাতিল করা হতে পারে।

4)আইনের বিরুদ্ধে কোনও ছাড় থাকতে পারে না এবং বৈধ বি. আই. এস লাইসেন্সের দখলে থাকা প্রতিবাদীকে সরবরাহ করতে হবে এমন চুক্তিতে কোনও শর্ত বাদ দিতে পারে না।

5) আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ধারা ২৮ (৩)-এর অধীনে, মাননীয় সালিসকারীকে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির শর্তাবলী বিবেচনা করতে হয়েছিল।মাননীয় সালিশকারী চুক্তি আইনের ৭৪ ধারাকে সম্পূর্ণভাবে ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে কোনও চুক্তিতে কোনও পক্ষের চুক্তি লঙ্ঘনের পর, অন্য পক্ষ যুক্তিসঙ্গত সম্মত পরিমাণে লিকুইডেটেড ক্ষতি পাওয়ার অধিকারী।মাননীয় সালিসকারী এই সিদ্ধান্তে গুরুতর ভুল করেছিলেন যে, বিআইএস লাইসেন্সের অধীনে নির্ধারিত সময়ের জন্য টিএমটি বার সরবরাহ

করতে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিবাদী লিকুইডেটেড ক্ষতি আরোপ করার অধিকারী নন।আইনের এই ক্রুটিটি এ্যাওয়ার্ড টির ক্ষেত্রে প্রতীয়মান।এ্যাওয়ার্ড টি অন্যথায় অবৈধ এবং চুক্তি এবং জমা দেওয়ার শর্তাবলীর বিরুদ্ধে বিকৃত।মাননীয় সালিশকারী তাঁর এক্তিয়ারের অপব্যবহার করেছিলেন।তাই এই এ্যাওয়ার্ড টি বাতিল করা উচিত ছিল।এটি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও।

13. মামলার যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করার সময় মাননীয় আইনজীবীর দ্বারা উদ্ধৃত রায়গুলি আমি বিবেচনা করব।

আলোচনা

14. সালিসকারী বা সালিসকারী ট্রাইব্যুনাল হল পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তির সৃষ্টি।এই চুক্তিটি আদালতের বাইরে তাদের মধ্যে আইনি সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিরোধগুলির নিষ্পত্তির জন্য।এটি তাদের দ্বারা চুক্তির মাধ্যমে তৈরি একটি বেসরকারী বিচার বিভাগীয় সংস্থা।একটি অনুমান কাজ করে যে তাদের দ্বারা নির্বাচিত সালিসকারীর যোগ্যতা ও সততার প্রতি তাদের সহজাত বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন এবং মেনে চলবেন।তবে, নিযুক্ত সালিশকারী যদি পক্ষগুলির দ্বারা তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন তবে নিযুক্তকারীরা আদালতে তার দেওয়া এ্যাওয়ার্ড টি চ্যালেঞ্জ করার বিকল্প থাকবে।এই বিষয়টি স্বীকার করে সংসদ সালিসি ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আওতায় এনেছে।উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ভিত্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে খুব সীমিত।

15. সালিসকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকতে পারে বা তিনি স্বেচ্ছায় বা অন্যায়ভাবে এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করে থাকতে পারেন।তিনি হয়তো কোনও পক্ষকে তাঁর মামলা উপস্থাপনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেননি।তিনি হয়তো পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন।প্রস্তাবিত প্রমাণগুলি হল -

কোনও পক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত হতে পারে বা সালিসকারী প্রমাণ বিবেচনা করার সময় কিছু প্রমাণ বিবেচনা করা হয় এবং মূল অংশটি উপেক্ষা করা হয় অথবা

তিনি কোনও প্রমাণ ছাড়াই কাজ করতে পারেন বা চুক্তির শর্তাবলী উপেক্ষা করতে পারেন। তিনি হয়তো এমন কোনও বিষয়ে রায় দিয়েছেন যা তাঁর কাছে উল্লেখ করা হয়নি বা তাঁর দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা ।এই সমস্ত ক্ষেত্রে এ্যাওয়ার্ড টি বাতিল করা যেতে পারে।

16. আবার যদি বিদ্বান সালিসকারী রায়ের মূল অংশে আইনের বিবৃতি দেন বা কোনও আইনি প্রস্তাবের ভিত্তিতে অগ্রসর হন এবং বিবৃতি বা প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ ভুল বলে মনে হয়, বিষয়টির মূলে গিয়ে পক্ষগুলির একটি মূল অধিকারকে প্রভাবিত করে, আদালত এটি এ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আইনের একটি পেটেন্ট ত্রুটি হিসাবে বিবেচনা করবে এবং হস্তক্ষেপ করবে তাকে বাতিল করে।এমৎ, আইনের ভুল ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।একইভাবে, যদি এ্যাওয়ার্ড টিতে সত্যের একটি অনুমান এতটাই গুরুতর ভুল, অন্যায্য বা অযৌক্তিক হয়।

অথবা অযৌক্তিক যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন না, বিকৃত হওয়ার পর্যায়ে, এটিও স্পষ্টভাবে অবৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং আদালত এটিকে বাতিল করে দেবে।যে ক্ষেত্রে ভারতীয় আইন ব্যবস্থার ভিত্তিকে অবজ্ঞা করা হয় অথবা দেশের আইনশাস্ত্রকে উপেক্ষা করা হয়, সেক্ষেত্রে সেই এ্যাওয়ার্ড জননীতির পরিপন্থী বলে গণ্য করা যেতে পারে এবং তা বাতিল করা যেতে পারে।

[দেখুন সহযোগী নির্মাতা বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (2015) 3 এস. সি. সি 49-এ রিপোর্ট করা **হয়েছেঃ(এ. আই. আর. ২০১৫** এস. সি. ৬২০), স্যাঙ্গিয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড বনাম ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এন. এইচ. এ. আই) ১৫ এস. সি. সি ১৩১-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ

(এ. **আই. আর ২০১৯ এস.** সি ৫০৪১), পি. এস. এ. সিকাল টার্মিনালস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ট্রাস্টি বোর্ড, চিদম্বরনার পোর্ট ট্রাস্ট তুতিকোরিন এবং অন্যান্য, এআইআর ২০২১ এসসি **৪৬৬১-এ রিপোর্ট করেছে, ইন্ডিয়ান** অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম।শ্রী গণেশ পেট্রোলিয়াম রাজগুরুনগর (২০২২) ৪ এস. সি. সি ৪৬৩-এ রিপোর্ট করেছেনঃ(এ. আই. আর. এনলাইন ২০২২ এস. সি ১১২), অ্যাংলো আমেরিকান মেটালার্জিকাল কোল পিটিআই। লিমিটেড বনাম

এমএমটিসি লিমিটেড, (২০২১) ৩ এসসিসি ৩০৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর **২০২০ এস. সি (সাপ) ৯৬১)** = ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১০৩০, এম. এম. টি. সি লিমিটেড বনাম বেদান্ত লিমিটেড (২০১৯) ৪ এস. **সি. সি ১৬৩-এ রিপোর্ট** করেছেঃ(এ. আই. আর ২০১৯ এস. সি ১১৬৮) এবং টোঙ্গানগাঁও টি কো. প্রাইভেট লিমিটেড **বনামঅ্যাসোসিয়েটেড টি ইন্ডাস্ট্রিজ এআইআর** ২০১৯ ক্যাল ৪০৩-এ রিপোর্ট করেছেঃ(২০১৯) ২ সিএইচএন ৪৩১, দিল্লি বিমানবন্দর মেট্রো এক্সপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড বনামদিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড, (২০২২) ১ এস. সি. সি ১৩১-এ রিপোর্ট করেছেঃ(এ. আই. আর ২০২২ এস. সি ৫৪৬), পঞ্জাব স্টেট সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য বনামরমেশ কুমার অ্যান্ড কোম্পানি এবং অনান্য , ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. **সি ১০৫৬-এ রিপোর্ট করা** হয়েছেঃ(এআইআর ২০২১ এসসি ৫৭৫৮)।] বি আই এস লাইসেন্স

17. চুক্তি সম্পাদনের সময় আবেদনকারীর কাছে লাইসেন্স ছিল কিন্তু পরে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।২৮শে জুলাই, ২০১২ এবং ২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১২-এর মধ্যে প্রতিবাদী সরবরাহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, যখন প্রতিবাদী এই লাইসেন্স ছাড়াই ছিলেন।এটিকে চুক্তি লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করে, প্রতিবাদী আরোপিত করেছেন সেখানে প্রদত্ত হিসাবে নির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতি।সম্পর্কে শিক্ষিত সালিসকারীর অনুসন্ধান বি. আই. এস-এর লাইসেন্স থাকা অসঙ্গত বলে মনে হয়। এ্যাওয়ার্ড টির একটি অংশে তিনি নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:_

"কোনও দরপত্রদাতা বি. আই. এস-এর ছাড়পত্র পাওয়ার মতো পরিস্থিতি অনুধাবন করা অযৌক্তিক হবে।

এবং সেই ভিত্তিতে একটি চুক্তি প্রদান করা হয় কিন্তু তারপরে বি. আই. এস-এর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়।সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে লিখিত বক্তব্যের আদান প্রদান এবং বিশেষ করে, ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস এর কাছে দাবীদারের লেখা চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় যে, বিআইএস লাইসেন্সের পুরো চুক্তির সময়কালের জন্য প্রযোজ্য থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দাবিদারও অবগত ছিলেন, ।দাবিদার কর্তৃক ১২/৬/১২ এবং ১৪/07/১২ তারিখের চিঠিগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড থেকে 0৬/07/১২ তারিখের চিঠিটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

আরেকটি অংশে তিনি এই অনুসন্ধানে আসেনঃ_

"সুতরাং, দাবিদারদের যুক্তিতে যোগ্যতা রয়েছে যে শুধুমাত্র দরপত্রের পর্যায়ে দাবিদারকে চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে বিআইএস লাইসেন্সধারী হতে হবে এবং আমি উপরে যা আলোচনা করেছি তার আলোকে সালিসকারী এই বিষয়ে দাবিদারদের পক্ষে তাঁর মতামত রাখেন।

সুতরাং আবেদনকারীর জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর, ২০১২-র মধ্যে বিআইএস লাইসেন্স থাকার প্রয়োজন ছিল না।বি. আই. এস লাইসেন্সের উপর উত্তরদাতার জোর দেওয়া তাই ন্যায়সঙ্গত ছিল না। "

18. চুক্তির শর্তাবলী বিআইএস লাইসেন্স, পরিদর্শন এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্নরূপ: ৫ (i) দরপত্রদাতার আবেদনের সময় ফে 500 ডি গ্রেডের জন্য বি. আই. এস. লাইসেন্সধারী হওয়া উচিত এবং বাজারের সুনাম থাকা উচিত।যে আবেদনকারীদের টিএমটি ফে-৫০০ডি-র জন্য বৈধ বিআইএস লাইসেন্স নেই কিন্তু ফে-৫০০ গ্রেডের জন্য লাইসেন্স রয়েছে তারাও আবেদন করতে পারেন তবে তাদের মূল্য দরপত্র খোলার ৬০ দিনের মধ্যে বা তার আগে ফে-৫০০ডি গ্রেডের জন্য বিআইএস লাইসেন্স দেখাতে হবে।(পেপার বুক দ্বিতীয় যুক্ত দস্তাবেজ ৫২এ নং পাতা থেকে দরপত্র সংযুক্তির আমন্ত্রণ)।

(vii) পরীক্ষার শংসাপত্রে নিয়মিত তথ্যের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃক) রি-রোলারের নাম, ঠিকানা, আই. এস. আই চিহ্ন এবং তাদের বি. আই. এস লাইসেন্স নম্বর।খ) সেল-এর লোগো এবং ব্র্যান্ড নাম "সেল টিএমটি 500 অথবা সেল-এর নির্দেশ অনুযায়ী"।গ) টেস্ট সার্টিফিকেটের (টিসি) খসড়া সংযুক্তি-একাদশ অনুযায়ী প্রদান করতে হবে।

(viii) বি. আই. এস-এর নম্বর এলাকার এক্তিয়ার অনুযায়ী, বি. আই. এস-এর কাছ থেকে টি. সি-র খসড়া অনুমোদিত হতে পারে।

(ix) বি. আই. এস-এর কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে কোলকাতার সেল/সি. এম. ও সদর দপ্তর দ্বারা টি. সি-র চূড়ান্ত বিন্যাস অনুমোদিত হবে।

(x) সেল-এর আই. টি. ই. এস ব্যবস্থার মাধ্যমে নথিপত্র কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করা।(তৃতীয় সংযুক্তি দরপত্রের নির্দেশাবলী পৃষ্ঠা ৫৬এর পরে পেপার বুক)।

19. সেই সময় ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট, ১৯৮৬ কার্যকর ছিল।উক্ত আইনের ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে যে কোনও তফসিলি শিল্পের পণ্যগুলিকে বর্ণনার গুণমান এবং গুণমানের মান মেনে চলতে হবে। আইন দ্বারা নির্ধারিত স্থায়িত্ব। অন্য কথায় লোহা ও ইস্পাতের পণ্য যা সরবরাহ করা হয়েছিল ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে পড়া সময়সূচীটি বি. আই. এস লাইসেন্সের অধীনে তৈরি করতে হয়েছিল, পরিদর্শন ও গুণমান যাচাইয়ের পরে, পরীক্ষার পরে জারি করা শংসাপত্র এবং পণ্যটিতে বি. আই. এস চিহ্ন সহ।এখন, নির্মাণ কাজে টিএমটি বার ব্যবহার করা হয় যেখানে পণ্যের গুণমান, এর স্থায়িত্ব এবং সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে।এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গুনগত মান এবং নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে ১৯৮৬ সালের এই আইনটি লোকসভায় পাস হয়।কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির শতার্বলীর অধীনে এই ধারণাটি কোনোমতে গ্রহণ করতেন না।বি. আই. এস-এর লাইসেন্স শুধুমাত্র দরপত্র জমা দেওয়ার এবং বিবেচনা করার সময়ই প্রয়োজন ছিল এবং পরবর্তীকালে নয়, যেমনটি বিজ্ঞ সালিসকারী রায় দিয়েছিলেন।

20. শিক্ষিত সালিসকারী সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছেন এবং চুক্তি ও আইনের শর্তাবলীর অপব্যবহার করেছেন।বিআইএস-এর ইন্সপেকশন শংসাপত্র এবং চিহ্নিতকরণ ছাড়া টিএমটি বার বিক্রি করা যাবে না।এ্যাওয়ার্ড টির এই অংশটি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং নিম্ন আদালত সঠিকভাবে বাতিল করে দিয়েছে।

লিকুইডেটেড ক্ষতি

21. এ্যাওয়ার্ড টির দ্বিতীয় অংশটি লিকুইডেটেড ক্ষতি ধার্য করার সাথে সম্পর্কিত।পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির শর্ত ও শর্বতালীর সংযুক্তি ৪-এ লিকুইডেটেড ড্যামেজ সম্পর্কিত সংস্থান রয়েছে।

১১. এটি নিম্নরূপঃ_

১১.কাজ ও জরিমানার নিশ্চয়তা।

a) 'সেল' মাসিক ভিত্তিতে ওয়েট লিজিং-এর শর্তা বলির অনুচ্ছেদ ৩ (বি) অনুসারে ডাব্‌লু. এল. এ-কে ইজারা দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, তবে ইজারা দেওয়ার ক্ষমতার ন্যূনতম মাসিক রূপান্তর পরিমাণ ৭০% সেল দ্বারা নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি আকার/আকারের পরিসরে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করার জন্য দরপত্রে নির্দিষ্ট ব্যাস/বিভাগ-ভিত্তিক শতাংশ বিভাজন নির্দেশ করা যেতে পারে, তবে হারের সময়সূচীতে টিএমটির জন্য একটি সুসংহত হার পাওয়া যাবে।নির্দিষ্ট ব্যাসের পরিসরে কাজের প্রকৃত শতাংশ পরিবর্তিত হতে পারে।

b) যদি 'সেল' ইজারা দেওয়ার ক্ষমতার (ন্যূনতম গ্যারান্টি)৭৫%-এর জন্য রূপান্তরের জন্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, তবে ন্যূনতম গ্যারান্টি (ইজারা দেওয়ার ক্ষমতার ৭৫%) শতাংশ থেকে সরবরাহ করা পরিমাণের জন্য প্রতি টন ওয়েট লিজিং চার্জের ৬০% নীচে দেওয়া উদাহরণ অনুসারে ডব্লিউএলএ-কে প্রদান করা হবে।

উদাহরণঃ যদি প্রকৃত সেমি সরবরাহ লিজ দেওয়া ক্ষমতার ৭০ শতাংশ পর্যন্ত হয়, তাহলে বিলেটের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হবে স্বল্পসরবরাহকৃত পরিমাণ। ওয়েট লিজিং চার্জ ধরা যাক "এ" টাকা সমাপ্ত পণ্যের প্রতি টন এবং স্বল্প সরবরাহকৃত বিলেটের ৫% পরিমাণগত ভিত্তিতে "বি" টনে রূপান্তরিত হয়, তারপর প্রদেয় জরিমানা হবে "এ X বি" টন এর ৬০% X ০.৯৫

যাইহোক, কোম্পানির কারখানা ও যন্ত্রপাতি ভেঙে যাওয়া, ধর্মঘট, লক আউট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির মতো অবস্থার কারণে যদি আধা সরবরাহ প্রভাবিত হয় তবে **"ফোর্স ম্যাজিউর"** বিধান প্রয়োগ করা হবে অথবা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য কোনও কাজের কারণে এবং এই জাতীয় পরিস্থিতিতে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হবে না।

c) ওয়েট-লিজিং এজেন্টকে ন্যূনতম মাসিক গ্যারান্টিযুক্ত উৎপাদন (৭৫%) নিশ্চিত করতে হবে। ইজারা দেওয়ার ক্ষমতার উপরের (৭৫%) পরিমাণের ঘাটতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত (ইজারা দেওয়ার ক্ষমতার < ৭৫%> বা

মিলটির প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ক্ষমতার < ৭৫%> ওয়েট-লিজিংয়ের আওতায় নেওয়া হবে, যা দরপত্র আহ্বানের (সংযুক্তি-2) 5 (viii)-এ নির্দেশিত হয়েছে, যেটি ন্যূনতম হবে), তা উল্লেখ করে প্রতি টন রূপান্তর চার্জের সমান জরিমানা ডব্লিউ. এল. এ দ্বারা প্রদান করা হবে, যা উপরের অনুচ্ছেদ (খ)-এ দেওয়া উদাহরণের অনুরূপ।ধর্মঘট, লক আউট, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে লিজ দেওয়া প্ল্যান্টের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হলে, "সেইল" সেই সময়কালের জন্য জরিমানা মকুব করতে পারে। এই ক্ষেত্রে ওয়েট -লিজিং চার্জ , কম হওয়া উৎপাদন যদি আশ্বাসিত পরিমাণের থেকে কম হয়, কোম্পানীকে দিতে হবে না।

d) যদিও উভয় পক্ষের উপরের জরিমানাগুলি মাসিক ভিত্তিতে গণনা করা হবে, প্রকৃত অর্থ প্রদান/পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একটি মেক আপ ধারা থাকবে।অন্য কথায়, বিবেচনাধীন ত্রৈমাসিকে এক বা দুই মাসের ঘাটতি সামগ্রিকভাবে ত্রৈমাসিকে পূরণ করা যেতে পারে।

22. একটি চুক্তিতে প্রবেশ করার সময়, পক্ষগুলি কোনও পক্ষের দ্বারা চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত একটি সম্মত পরিমাণের ব্যবস্থা করতে পারে।চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সম্মত অর্থও জরিমানা আকারে হতে পারে।এটি কোনও চুক্তি সম্পাদনের সময় কোনও পক্ষের দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট কাজ করা হলে জরিমানা আরোপের বিধানও করতে পারে।

23. ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনের ৭৪ নং ধারায় এই নীতিটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ_

৭৪ চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণ যেখানে শাস্তির বিধান রয়েছেঃযখন কোনও চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, যদি চুক্তিতে এই ধরনের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পরিমাণ হিসাবে কোনও অর্থের পরিমান উল্লেখ করা হয়, অথবা যদি চুক্তিতে জরিমানার মাধ্যমে অন্য কোনও শর্ত থাকে, তবে লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগকারী পক্ষ, প্রকৃত ক্ষতি বা ক্ষতি হয়েছে বলে প্রমাণিত হোক বা না হোক, যে পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করেছে তার কাছ থেকে তথাকথিত পরিমাণের বেশি যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত জরিমানা পাওয়ার অধিকারী।

ব্যাখ্যা।- খেলাপি হওয়ার তারিখ থেকে বর্ধিত সুদের জন্য একটি শর্ত হতে পারে জরিমানার মাধ্যমে একটি শর্ত।]

ব্যতিক্রম।যখন কোনও ব্যক্তি কোনও জামিন-বণ্ড, স্বীকৃতি বা একই প্রকৃতির অন্য কোনও দলিল বা কোনও আইনের বিধানের অধীনে বা [কেন্দ্রীয় সরকার] বা কোনও [রাজ্য সরকার]-এর আদেশের অধীনে প্রবেশ করেন, তখন কোনও সরকারি দায়িত্ব পালন করার জন্য কোনও বণ্ড দেন। জনসাধারণ যে বিষয়ে আগ্রহী, তিনি এই জাতীয় কোনও নথির শর্ত লঙ্ঘন করলে তাতে উল্লিখিত পুরো অর্থ প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ব্যাখ্যা।একজন ব্যক্তি যিনি সরকারের সাথে চুক্তি করেন তিনি অগত্যা কোনও সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, বা এমন কোনও কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন না যাতে জনগণ আগ্রহী হয়।

24. দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রে, মাননীয় সালিশকারী নিম্নলিখিত উপসংহারে এসেছেনঃ_

"২২ দ্বিতীয় বিষয়টি চুক্তির ১১ (সি) ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত।এই ধরনের ধারায় বলা হয়েছে যে, ডব্লিউ. এল. এ-কে মাসিক নিশ্চিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।এটি এমন একটি চুক্তি যেখানে সেমি প্রতিবাদী পক্ষ ডাব্লুএলএ-কে দিতে হবে এবং দাবীদার রূপান্তরের পর টিএমটি বার ফেরত দেবে।দাবীদারের যুক্তির মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যে, প্রতিবাদীর কাছে সেমি না হওয়া পর্যন্ত, যখন প্রতিবাদী রূপান্তরের পর টিএমটি বার ফেরত না দেয় তখন তিনি অভিযোগ করার অধিকারী নন।

23. তবে সালিসকারী দ্বিতীয় বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না কারণ একটি স্পষ্ট সত্য প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ প্রতিবাদী দাবির সমর্থনে প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব যে দাবিদারদের বিআইএস লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ না করার কারণে এটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।যুক্তি চলাকালীন এবং দাবিদার কর্তৃক জমা দেওয়া নোটে এই বিষয়টি বার বার উত্থাপিত হয়েছিল।দাবিদার যুক্তি চলাকালীন উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিবাদী দ্বারা অর্ডারের ক্ষতি বা বিক্রয় হ্রাসের কোনও বিবরণ সরবরাহ করা হয়নি বলে দাবিদারকে

প্রকাশ্য যুক্তিতে জীবিত করার পরেও, এই জাতীয় কোনও বিবরণ দিয়ে তার মামলাটি প্রমাণ করতে চান না।প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সালিসকারী ২০১৬ সালের ২রা নভেম্বর উভয় পক্ষ তাদের নোটস দাখিল ও বিনিময় করার পর একটি বৈঠক আহ্বান করেন।এর উদ্দেশ্য ছিল, উভয় পক্ষই অন্য পক্ষের লিখিত যুক্তি পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় যে কোনও বিষয় এড়িয়ে যেতে পারব। প্রতিবাদী যথাযথভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, ২০১৬ সালের ২রা নভেম্বরের এই বৈঠকেও বিক্রির হ্রাস বা অর্ডারের ক্ষতি সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি।

২০১৬ সালের ২রা নভেম্বর শুনানি শেষ হওয়ার পর সালিসকারী উভয় পক্ষকে সাপ্লিমেন্টারী নোট দাখিল করার সুযোগ দেন।সাপ্লিমেন্টারী নোটে এ সালিসকারী প্রতিবাদীকে এই ধরনের কোনও নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করতে দেখেন না।

দাবিদারও তার যুক্তিতে সঠিক যে এটি এমন একটি মামলা নয় যেখানে প্রতিবাদীর লোকসান নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না।দাবিদার এর বক্তব্য যে ওএনজিসি লিমিটেড বনাম স পাইপস লিমিটেডের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্ট তার পরবর্তী রায়ে কীভাবে পাঠ করেছে তার প্রেক্ষাপটে পড়তে হবে (কৈলাশ নাথ) বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যরা ও. এন. জি. সি লিমিটেডের মামলা বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সালিশকারী এটা বুঝতে ব্যর্থ হন যে, কেন প্রতিবাদী বিক্রির পরিমাণ কমে যাওয়া বা অর্ডারের লোকসানের বিবরণ বারংবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও দিতে ব্যর্থ হন।

24. সালিসকারী তখন দেখতে পান যে .১, ৪৬,৪২,২৭১/- টাকার অর্থদণ্ড যা দাবিদারকে প্রতিবাদী দ্বারা আরোপিত করা হয়েছে তা অন্যায্য ছিল এবং পুনরুদ্ধারটি ভুল ছিল।সুতরাং দাবিদার সমন্বয়ের তারিখ থেকে বার্ষিক সুদ ৮% সহ .১, ৪৬,৪২,২৭১/- টাকার উক্ত যোগফলের অধিকারী।বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুদের হার যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথ।

25. প্রতিবাদী অবলুপ্ত ক্ষতির অধিকারী কিনা এই প্রশ্নের জবাবে, বিদ্বান সালিসকারী, চুক্তি আইনের ৭৪ ধারার বোঝার এবং ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন যে বেশ কয়েকটি পরামর্শ সত্ত্বেও প্রতিবাদী তার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার

পরিমাণ নির্ধারণ করতে অক্ষম আবেদনকারীর দ্বারা চুক্তিবদ্ধ পরিমাণ সরবরাহ না করা।এই কারণে, তারা লিকুইডেটেড ক্ষতির দাবি করার অধিকারী ছিল না।

26. এখন এটা বিবেচনা করতে হবে যে, এই অনুসন্ধানটি এতটাই বেআইনি বা অযৌক্তিক বা বিকৃত যে এটি বাতিল করা উচিত।

27. বিজ্ঞ সালিসকারী একটি সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বারবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, ২৯ শে জুলাই, ২০১২ থেকে ২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত প্রতিবাদী দ্বারা বিলেট সরবরাহ না করার জন্য কোনও ক্ষতি বা ক্ষতি হয়েছে তা দেখানোর জন্য উত্তরদাতা কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।তিনি আপিলকারীর দ্বারা চুক্তি লঙঘনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ আরোপ সম্পর্কিত চুক্তির ১১ নং ধারাটিও বিবেচনা করেছেন।তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যেহেতু প্রতিবাদী উপরোক্ত সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ সামগ্রী সরবরাহ না করার কারণে তাদের কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে প্রমাণ করতে পারেননি, তাই চুক্তির উক্ত ধারায় প্রদত্ত নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিষয়টিকে "জরিমানা" আরোপ করার অধিকার তাদের নেই।

28. এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৪০৫-এ প্রকাশিত ফতেহ চাঁদ বনাম বালকিশন দাস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রদানকারী বিচারপতি **জে. সি. শাহ অন্যান্য** বিষয়ের মধ্যে ভারতীয় চুক্তি আইনের ৭৪ ধারার উল্লেখ করে নিম্নলিখিত উক্তিটি উচ্চারণ করেছেনঃ_

"১০ এই ধারাটি নিঃসন্দেহে বলে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

চুক্তি ভঙ্গকারী পক্ষের কাছ থেকে, প্রকৃত ক্ষতি বা ক্ষতি লঙঘনের কারণে হয়েছে বলে প্রমাণিত হোক বা না হোক।এর মাধ্যমে এটি কেবল "প্রকৃত ক্ষতি বা ক্ষতির" প্রমাণ দিয়ে বিতরণ করে; এটি ক্ষতিপূরণ প্রদানের ন্যায্যতা দেয় না যখন লঙঘনের ফলস্বরূপ কোনও আইনি ক্ষতির ফলস্বরূপ কোনও আইনি ক্ষতি হয়নি, কারণ চুক্তি লঙঘনের জন্য ক্ষতিপূরণ ভাল ক্ষতি বা ক্ষতি করার জন্য প্রদান করা যেতে পারে যা স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিতভাবে ঘটেছিল, বা পক্ষগুলি জানত যে তারা কখন চুক্তি করেছিল, লঙঘনের ফলে সম্ভবত হতে পারে।

29. (২০১৫) ৪ এস. সি. সি ১৩৬-এ রিপোর্ট করা কৈলাশ নাথ অ্যাসোসিয়েটস

বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং এ. এন. আর-এ সেই মামলার উক্তিটি অনুসরণ করা হয়েছিলঃ(এ. আই. **আর. ২০১৫ এস. সি. (সাপ)** ৭৮০) বিচারপতি নরিম্যানের লেখা।

43.1. যেখানে কোনও চুক্তিতে ক্ষতির মাধ্যমে প্রদেয় লিকুইডেটেড পরিমাণ হিসাবে কোনও অর্থকে উল্লেখ করা হয়েছে, লঙঘনের অভিযোগকারী পক্ষ কেবল তখনই যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই ধরনের লিকুইডেটেড পরিমাণ পেতে পারে যদি এটি উভয় পক্ষের দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতির প্রকৃত প্রাক-অনুমান হয় এবং আদালত দ্বারা তা পাওয়া যায়।অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেখানে কোনও চুক্তিতে ক্ষতির মাধ্যমে প্রদেয় লিকুইডেটেড পরিমাণ হিসাবে কোনও অর্থের নাম দেওয়া হয়, সেখানে কেবল যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে যা উল্লিখিত পরিমাণের বেশি নয়।একইভাবে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে, সেখানে কেবল যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণই প্রদান করা যেতে পারে, যা জরিমানার পরিমাণ অতিক্রম করবে না।উভয় ক্ষেত্রেই, লিকুইডেটেড পরিমাণ বা জরিমানা হল সর্বোচ্চ সীমা যার বাইরে আদালত যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না।

43.2. চুক্তির আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুপরিচিত নীতিগুলির উপর যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে, যা চুক্তি আইনের ৭৩ ধারায় পাওয়া যায়।

43.3. যেহেতু ধারা ৭৪ চুক্তি লঙঘনের ফলে হওয়া ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তাই এই ধারার প্রয়োগযোগ্যতার জন্য ক্ষতি বা ক্ষতি অনিবার্য।

43.4. কোনও ব্যক্তি মোকদ্দমায় বাদী বা বিবাদী হোন না কেন এই ধারাটি প্রযোজ্য। ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে বা প্রদেয় হবে।

43.5. যে পরিমাণ অর্থের কথা বলা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই প্রদান করা হতে পারে অথবা ভবিষ্যতে প্রদেয় হতে পারে।

43.6. "প্রকৃত ক্ষতি বা ক্ষতি এর মাধ্যমে হয়েছে কিনা তা প্রমাণিত হয়েছে কি না" অভিব্যক্তিটির অর্থ হল যেখানে প্রকৃত ক্ষতি বা ক্ষতি প্রমাণ করা সম্ভব, সেখানে এই ধরনের প্রমাণ দেওয়া হয় না।শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই যেখানে ক্ষতি বা ক্ষতি প্রমাণ করা কঠিন বা অসম্ভব যে চুক্তিতে উল্লিখিত অবলুপ্ত পরিমাণ, যদি

ক্ষতি বা ক্ষতির প্রকৃত প্রাক-অনুমান দেওয়া যায়।

30. এবং দেখুন অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম।স পাইপস লিমিটেড, রিপোর্ট করা হয়েছে (২০০৩) ৫ এস. সি. সি ৭০৫:(এ. আই. **আর ২০০৩ এস. সি** ২৬২৯) এবং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাইন সার্ভিসেস বনাম দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (২০১৫) ১৪ এস. সি. সি ২৬৩-এ রিপোর্ট করেছেঃ(এ. **আই. আর ২০১৫ এস.** সি ১২৮২)।

31. সুতরাং, ক্ষতির অভাবে, নির্ধারিত ক্ষতির দাবি করা যায় না।

32. মাননীয় সালিশকারীর অনুসন্ধান এই যে প্রতিবাদী যে কোনও ক্ষতি প্রমাণ করতে অক্ষম ছিল তা একটি সত্য ঘটনা।আমার মতে, এটি একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান যে প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন না করা ।যে চুক্তি লঙঘনের ফলে কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির প্রমাণের অভাবে
আপিলকারী, প্রতিবাদী লিকুইডেটেড ক্ষতি হিসাবে কোনও পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অধিকারী ছিলেন না আপিলকারীর বিলগুলি সুপ্রিম কোর্টের উপরে উদ্‌ধৃত উক্তি দ্বারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমর্থিত।

33. যাইহোক, মাননীয় বিচারক বিতর্কিত রায় ও আদেশে মাননীয় সালিসকারীর সিদ্ধান্তকে পাল্টে দেন এবং নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেনঃ_

"এইভাবে, দাবিদার চুক্তিটি অব্যাহত রাখার সময় 17ই মে, 2012-এ বিআইএস লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে চুক্তি লঙঘন করেছিলেন যার ফলে "সেল" কর্তৃপক্ষ জরিমানা এবং/অথবা মুলতুবি বিলগুলি থেকে কার্যকর পুনরুদ্ধারের অধিকারী ছিল।মাননীয় সালিসকারী এই দিকগুলি বিবেচনা করেননি যা চুক্তির শর্তগুলির সাথে বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে এবং এটি জননীতির সাথে বিরোধপূর্ণ।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয় আবেদনকারীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

34. যেহেতু প্রতিবাদী কোনও ক্ষতি না হওয়ার বিষয়ে উপরের তথ্যটি সম্পূর্ণরূপে টেকসই, তারপরে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনের প্রশংসা করা হয়েছে যে ক্ষতির অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, অবলুপ্ত ক্ষতির দাবি করা যায় না, এর কোনও পার্থিব

কারণ ছিল না মাননীয় বিচারক বলেন যে "সেল" কর্তৃপক্ষ জরিমানা এবং/অথবা কার্যকর আদায়ের অধিকারী ছিল বকেয়া বিলগুলির জন্য "সেল" কর্তৃপক্ষ জরিমানা এবং/অথবা বকেয়া বিলগুলি থেকে কার্যকর পুনরুদ্ধারের অধিকারী ছিল।

35. প্রথমত, বিদ্বান বিচারক তথ্যগত এবং আইনি উভয় ক্ষেত্রেই মাননীয় সালিসকারীর একটি সিদ্ধান্তকে পাল্টে দেন।দ্বিতীয়ত, তিনি আপিল আদালতের মতো কাজ করেছিলেন যা করার অধিকার তাঁর ছিল না।তৃতীয়ত, তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে মাননীয় সালিসকারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।অন্য সবকিছুর চেয়ে, এই বিষয়ে শিক্ষিত সালিসকারীর অনুসন্ধান, বিকৃত হওয়া বা কোনও রোগে ভোগ করা থেকে অনেক দূরে অবৈধতা, সুপ্ত বা পেটেন্ট প্রকৃতপক্ষে এবং আইনে সঠিক ছিল।যদিও মাননীয় বিচারক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, তবুও মাননীয় সালিসকারীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত একটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যা আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না।

36. এখন, যদি বা এটি মেনে নেওয়া হয় যে প্রথম বিষয়টিতে সালিশকারী দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবং যদি সেই বিষয়টির ক্ষেত্রে এ্যাওয়ার্ড টি বাতিল করা হয়, তবে দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে এ্যাওয়ার্ড টি পৃথক ভাবে বিবেচ্য। আমাদের এটাকে এইভাবে দেখতে হবে।এমনকি আইনের অধীনে আপিলকারীর কোনও অধিকার না থাকলেও বি. আই. এস লাইসেন্সের অভাবে টি. এম. টি বার তৈরি করা, ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে পারে চুক্তি করা হবে?এমনকি যদি আমরা ধরে নিই যে আপিল কারির চুক্তি সম্পাদনের জন্য কোনও লাইসেন্স ছিল না, তবুও প্রতিবাদীর দ্বারা ক্ষতি এবং ক্ষতির প্রমাণের অভাবে, লিকুইডেটেড শর্তে ক্ষতির চুক্তির উক্ত ধারাটি তারা দাবি করতে পারত না, ক্ষতির প্রমাণের অভাবে, যা মাননীয় সালিসকারী যথাযথভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন।

37. সুতরাং, লিকুইডেটেড খেসারত ধার্য করার এ্যাওয়ার্ড টি বাতিল সংক্রান্ত রায় ও আদেশের অংশটি বাতিল করা হল।এই ইস্যুতে বিজ্ঞ সালিশকারীর এ্যাওয়ার্ড টি পুনর্বহাল করা হল।বিতর্কিত রায় এবং আদেশের অন্য অংশটি এ্যাওয়ার্ড টি বাতিল করে দেয় বি. আই. এস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয়।সেই অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত এ্যাওয়ার্ড টি খারিজ করা হল।অতএব, প্রতিবাদির দ্বারা

আপিল কারির উপর অবলুপ্ত ক্ষতির আরোপ বাতিল করার বিষয়ে বিদ্বান সালিসকারীর রায় বহাল থাকে এবং আইন অনুসারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

38. এই আবেদনটি উপরোক্ত ক্ষেত্র পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয়েছে।

39. এই রায় ও আদেশের জরুরী প্রত্যয়িত কপি, আবেদন করা হলে, প্রয়োজনীয় নিয়ম পূরণের পর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপস্থিত পক্ষকে সরবরাহ করতে হবে।

40. মহাম্মেদ নিজামউদ্দিন, জে।- আমি সহমত।

পরে।

প্রতিবাদী পক্ষে মাননীয় কৌঁসুলি এই রায় ও আদেশের কার্যকারি এবং স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থনা করেন। স্থগিতের জন্য প্রার্থনা বিবেচনা করা হয়।
আপীলকারী তারিখ হতে চার সপ্তাহ পর্যন্ত সম্পাদন বা অবমাননার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন না।

আংশিকভাবে অনুমোদিত আপিল

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।